الدورةالأمنية

নিরাপত্তা কোর্স

(উস্তায সাইফ আল -আদিলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দরসের অবলম্বনে)

আহমাদ নাবীল

بسماللهالرحمنالرحيم

الحمدللهوحدهوالصلاةوالسلامعلىمنلانبيبعدة

নিরাপত্তার সংজ্ঞাঃ

নিরাপত্তা হচ্ছে কিছু পদক্ষেপেরসমষ্টি , অন্যর থেকে নিজেদের স্বার্থ ও তথ্যসমূহকে গোপন ও হেফাজত করার জন্য যা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগ্রহণ করে থাকে।এই প্রতিষ্ঠান হতে পারে , রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সামরিক কোন সংগঠন বা রাষ্ট্র।

যার বিপরীত নিরাপত্তা গ্রহণ করা হবে , হতে পারে সে প্রতিযোগী , বিরোধী অথবা শত্রু। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যর উপর ভিত্তি করেইনিরাপত্তার বিষয় নির্ধারিত হয়।

গ্রহণমহান আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম

আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে বুকে আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনকে কায়েম করা। দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আর দ্বীন কায়েমের পথে দ্বীনের মুজাহিদীনদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে , শত্রুদের কৌশলের ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকল মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم

হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের নিরাপত্তার বস্তু সমূহ গ্রহণ কর। (সূরা নিসা , আয়াত-৭১)

আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা এমন সকল মাধ্যমকে গ্রহণ করতে মুমিনদেরকে আদেশ প্রদান করেছেন যা শত্রুদের ক্ষতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে।

মুজাহিদীনদের উপর আবশ্যক হচ্ছে সব সময় সতর্ক থাকা। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে যখন এক দল মুমিন নামাজ আদায় করবে তখন তায়ালা অপর দলকে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিচ্ছেন। যাতে সুযোগে শত্রুরা আক্রমণ করে না বসে -

وَلْيَأْخُذُواحِذْرَهُمْوَأَسْلِحَتَهُمْوَدَّالَّذِينَكَفَرُوالَوْتَغْفُلُو
نَعَنْأَسْلِحَتِكُمْوَأَمْتِعَتِكُمْفَيَمِيلُونَعَلَيْكُمْمَيْلَةًوَاحِدَةً

তারা যেন তাদের নিরাপত্তার বস্তু ও আসলিহা সমূহ ধারণ করে। কাফেররা চায় যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র ও সরঞ্জাম থেকে উদাসীন থাকতে , তাহলে তারা পূর্ণরূপে তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারত।(সূরা নিসা , আয়াত-১০২)

নিরাপত্তা গ্রহণ রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ

নিরাপত্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হচ্ছেন আমাদের উত্তম আদর্শ। মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের ক্ষেত্রে একটু দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারা যায় তিনি নিরাপাত্তার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব প্রদান করতেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমরা শিখতে পারি দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টারত একজন মুজাহিদীনের কতটা নিরাপত্তা গ্রহণ আবশ্যক।

শুধু মাত্র আমরা যদি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের “মক্কা থেকে মদিনা হিজরত ” এর উপর দৃষ্টি প্রদান করি তাহলে আমরা নিরাপত্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর যে পদক্ষেপগুলো পাইঃ -

- শত্রুদেরকে বোকা বানান ও গোপনীয়তার উদ্দেশ্যে আলী রাদিঃ কে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় শুয়ে দেয়া।

• আবু বাকর রাদিঃ এর বাড়িতে গমন ভর দুপরে কাইলুলার সময়।
কারণ এ সময় খুব কম মানুষেই বাইরে থাকে।
• আবু বাকর রাদিঃ এর বাড়ী থেকে প্রধান দরজা দিয়ে বের না
হওয়া, এই আশংকায় যে নযরদারি থাকতে পারে।
• সরাসরি মদিনাতে গমন না করে গুহা অভিমুখে রওয়ানা করা।
শত্রুদের পক্ষ থেকে মদিনার পথে প্রহরী নিয়োগ থাকার কারণে।
• গুহাটির অবস্থান হওয়া মদিনার পথের উল্টো দিকে, এই সতর্কতায় যাতে কেউ অনুসরণ করলে ধোঁকা খায়।
• আবদুল্লাহ বিন আবু বাকর রাদিঃ এর মাধ্যমে অনুসরণের
ব্যাপারে শত্রুদের পদক্ষেপের,ধারাবাহিক খবর মক্কা থেকে সংগ্রহ।
• আসমা রাদিঃ এর মাধ্যমে পাথেও সরবরাহ করান।
• আবদুল্লাহ ও আসমা রাদিঃ এর পায়ের ছাপ আমের বিন ফুহাইরা রাদিঃ এর ছাগল চারানোর মাধ্যমে মুছে দেয়া।
• গুহার মধ্যে তিন দিন অপেক্ষা তার পর মদিনার দিকে রওয়ানা, যাতে শত্রুর হাতে গ্রেফতার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
• প্রতিটি পদক্ষেপে গোপনীয়তা রক্ষা ও ছদ্ম বরণ গ্রহণ।
(একজন ব্যক্তির সাথে আবু বাকর রাদিঃ এর দেখা হয়ে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সামনে এই ব্যক্তিটি কে? তিনি উত্তর দিলেনঃ এই লোকটি আমাকে পথ দেখায়, সে ব্যক্তি ভাবল এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চলার রাস্তা, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হল, কল্যাণের পথ)
(দেখুনঃ আল-মানহাজুল হারাকী লিস-সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ)

নিরাপত্তা ও তাওয়াক্কুল
নিরাপত্তা গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরি পন্থি নয়। বরং এটি মহান বিধান। আমরা নিরাপত্তা গ্রহণ করি আল্লাহ্ তায়ালার বিধান পালন করতে, কিন্তু আমরা এই বিশ্বাস স্থাপন করি তাকদীর যা লিখা আছে তাই হবে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

واعلمأنالأمةلواجتمعتعلىأنينفعوكبشيءلمينفعوكإلابشـــــــــــــــــــــيءقدكتبهاللهلك , وإناجتمعواعلىأنيضروكبشيءلميضروكإلابشيءقدكتبهاللهعليك , رفعتالأقلاموجفتالصحف

তুমি জেন রেখ , সকল মানুষ জতি তোমার কোন উপকারের জন্য একত্রিত হয় , তাহলে তারা শুধু ততোটুকু উপকারই করতে পারবে , আল্লাহ্ তায়ালা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয় তাহলে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ব্যাপারে লিখে রেখেছেন। কলম সমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে , পৃষ্ঠা সমূহ শুকিয়ে গেছে। (সুনানে তিরমিজি , মুসনাদে আহমাদ , সনদ-হাসান সহীহ)

কেন নিরপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করব ?

كماكانيقولالشـــــــــــــــــــيخأبوزبيدة: أيعمليسعندهأساسأمنيقويفهذاالعملمحكومعليهبالفشلمثلالبناءالكبير, البناءالكبيرإذاأساسهلميكنقويًّالوبنيتفوقهعدّةطوابقسينهار, وكذلكالعمللابــــــــــــدّأنيكونالبناءقويًّامنتحت, البناءيجبأنيكونقويًّاحتّىتســــــــــــتطيعأنتكملعليه, وبذلكإذالميكنبناؤكفيالأساسقويًّاســـــــــينهاركلالبناء, كلعملكسينهاربســــــــــــــــــببماذا؟ بسببأنّكعندماقمتبهذاالعملالأساسُــــــــلميكنقويًّافانهار, فأيعمللابدّلهمنأساسأمنيقوييحفظهفيستمرّالعمل.

- সাথীদের ব্যক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- প্রত্যেক সাথীর কাছে শুধু ততটুকুই তথ্য বিদ্যমান থাকে যা তার জন্য জরুরী। (যা ঐ সাথী ও তানযীম উভয়ের জন্য কল্যাণ কর)
- ইমারার গোপন তথ্য সমূহ প্রকাশ পায় না।

• নিরপত্তা যুদ্ধের অন্যতম একটি মূলনীতি।
• নিরপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে, বিজয়
অর্জনের ক্ষেত্রে যুদ্ধের অপর একটি মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়, আর তা হচ্ছে শত্রুর জন্য অপ্রত্যাশিত হওয়ার মূলনীতি।
• এর মাধ্যমে শত্রুর কৌশল ও পদক্ষেপের ব্যাপারে তানযীম পূর্ণ সতর্ক থাকতে পারে, যার ফলে শত্রুর আগ্রাসন রোখার ব্যাপারে পূর্ণ প্রস্তুত থাকা যায়।
• এর মাধ্যমে তানযিমের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির জন্য শত্রুদের পদক্ষেপ সমূহ থেকে তানযিমকে হেফাজত করা সম্ভব হয়।
• তায়ালার ইচ্ছায় এর মাধ্যমে তানযীমের শক্তি ও জনবলকে কম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।
• নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার দরুন বার বার তানযীমের পদক্ষেপ সমূহ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় আর এর ফলে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়।
• অনেক যুবক জিহাদ ও তানযীম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়,
যখন দেখে- বার বার আক্রমণের পরিকল্পনা শত্রুদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়, আর শত্রুদের কোন ক্ষতি করা ব্যতীত জামাতকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর
এর বিপরীত যখন তারা দেখে সর্বনিম্ন ক্ষতির মাধ্যমে শত্রুদের উপর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ সম্ভবপর হচ্ছে তারা তখন ঐ কাফেলার প্রতি আগ্রহী
হয়ে উঠে।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারসাম্য

একটি তানযীম বা জামাত গঠিত হয় অনেক সদস্যর সমন্বয়ে। তানযীমের মধ্যে তাঁদের সকলের ভূমিকা এক থাকে না। অবস্থান ও কাজের মধ্যে থাকে ভিন্নতা। যার ফলে তাদের সকলের কাছে তানযীমের একই পরিমাণ তথ্য বিদ্যমান থাকে না।

দৃষ্টান্ত সরূপঃ

একজন কমান্ডার বা আমীরের ভূমিকা ও তথ্যের পরিমাণ একজন সদস্যর ভূমিকা ও তথ্যর পরিমাণ থেকে ভিন্ন থাকে, যার ফলে আমীরের জন্য কঠিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন আবশ্যক হয়।

একইভাবে সদস্যদেরকে নিরাপত্তা গ্রহন করতে হবে, তাদের কাজের ডিপার্টমেন্ট ও পরিধি অনুস্বারে, একজন দায়ী যিনি প্রকাশে কাজ করেন আর একজন গোপন আসকারী বিভাগের একজন সদস্যর ভূমিকা এক নয়।

একই বিভাগের প্রতিটি সদস্যর ভূমিকা ও কাজের মধ্যে ভিন্নতা থাকে তাই তাদের নিরাপত্তা গ্রহণের মধ্যেও ভিন্নতা থাকবে, যেমন দাওয়া বিভাগের মধ্যে কেউ থাকেন, প্রকাশ্য দায়ী, কেউ তাযনীদের মাসউল, কেউ মাল সংগ্রহকারী। আসকারী বিভাগে, কারো দায়িত্ব থাকে অস্ত্রের, কারো দায়িত্ব থাকে তথ্য সংগ্রহ, কারো দায়িত্ব থাকে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

মোট কথা, নিরাপত্তার ভারসাম্যর ক্ষেত্রে আম মূলনীতি হচ্ছে, এই পরিমাণ নিরাপত্তা গ্রহন করতে হবে যার মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যাওয়া ব্যতীত টার্গেট বাস্তবায়ন করতে হবে ।

নিরাপত্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিষকে তার সঠিক অবস্থা অনুস্বারে পরিমাপ করতে হবে। কিছু সদস্যের অভ্যাস থাকে যে নিজের সতর্কতা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে অনেক কঠোরতা অবলম্বন করে, অহেতুক সন্দেহের মধ্যে পরে, কেউ তার দিকে তাকালেই ভাবে হয়ত তার উপর নযর রাখা হচ্ছে, যার ফলে কাজের গতি অনেক কমিয়ে দেয়, এটা হচ্ছে ‘ইফরাত’ বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি।

অপর দিকে অনেকে আছে যারা আসকারী বিভাগের সদস্য, তাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিদ্যমান থাকে, কিন্তু দেখা যায় কন প্রয়োজন ছাড়া অন্যর কাছে এই তথ্য প্রকাশ করে। অসতর্ক অবস্থায় চলে। আর এটাই হচ্ছে তাফরীত বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বহীনতা। যার ফলে সে ক্ষতির সম্মুখীন করে নিজেকে, নিজের ভাইদেরকে, জিহাদি কাফেলাকে, তায়ালার দ্বীনকে।

সার কথা হচ্ছে প্রত্যেককে নিরাপত্তা গ্রহন করতে হবে তার অবস্থা ও প্রেক্ষাপট , কাজের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা , তার কাজের বিভাগ ও তথ্যর পরিমাণ অনুস্বারে।

দায়িত্বশীল ভাইদের উপর আবশ্যক হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা ও সর্বদা নযর রাখা , যাতে প্রতিটি বিষয় তার অবস্থা অনুস্বারে পরিচালিত হয়।

নিরাপত্তার মূলনীতি

- اليقظةعَصَبُالأمن□□□□□□□ নিরাপত্তার স্নায়ু।
- الوقايةخيرمنالعلاج□□□□□□□□□ চিকিৎসার চেয়ে উত্তম।
- لاإفراطولاتفريط□□ বাড়াবাড়ি না ছাড়াছাড়ি।
- المعلومةللمَعْنِيِّبها তথ্যর সাথে সংশ্লিষ্ট না হলে তথ্য না দেয়া।
- المعلومةعلىقدرالحاجـــــةوفيوقتها প্রয়োজন অনুপাতে □ নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য দেয়া।
- الخطأالواحدمجلبةللخطرالـــداهم একটি ভুল কঠিন □□□□□□□ কারণ।
- الأصـــــــلهوالمكثوقتالطوارئ জরুরী অবস্থার □□□□□□□□□ প্রাধান্য পাবে এক স্থানে অবস্থান।
- لاتكنأسيراًالعادة□□□□□□□□□ দাস হইয়ো না।

প্রতিরক্ষা মূলক নিরাপত্তা

শত্রুর পদক্ষেপ

যে শত্রু আক্রমণের জন্য প্রহর গুনছে , তাকে এটা জানতে হবে কীভাবে আক্রমণ করবে কখন আক্রমণ করবে , কোথায় আক্রমণ করবে। এ ছাড়া তাদের আক্রমণ কার্যকর

হবে না। সুতরাং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা।

তথ্য সংগ্রহ

শত্রু তথ্য সংগ্রহ করে ২টি পদ্ধতিতে-

• কোন এক পদ্ধতিতে তানযিমের মধ্যে ছিদ্র করা।
• সাংগঠনিক কাজে গুপ্তচরবৃত্তি।
ছিদ্র করন
তানযীমের মধ্যে ছিদ্র করে ২ পদ্ধতিতেঃ-
এক- জামাতের মধ্যে এজেন্ট প্রবেশ করানোর মাধ্যমে। দুই- জামাতের কোন সদস্যকে তাদের সৈনিক বানানোর মাধ্যমে।

গুপ্তচরবৃত্তি
যে মাধ্যমে তারা গোপন গুপ্তচরবৃত্তি করে-
• নযরদারি।
• অনুসন্ধান।
• তদন্ত।

ব্যক্তি কেন্দ্রিক তানযীমের নিরাপত্তা

ব্যক্তি কেন্দ্রিক তানযীমের নিরাপত্তার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে-

• সদস্যদেরকে ধারাবাহিক তারবিয়াতের মাধ্যমে আকীদা/বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে অটল ও দৃঢ়করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে যাতে চিড় না ধরে ও চুরি হয়ে না যায়, এর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিরোধী প্রচার

মাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে তাদের কে হেফাজত করতে হবে।
• জামাতের মধ্যে ছিদ্র ও অনুপ্রবেশ থেকে জামাত কে হেফাজত করতে হবে।

ছিদ্র ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে যেভাবে

ছিদ্র ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সাথী তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিরাপত্তার মারহালাগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে-

A. টার্গেট ও নির্বাচন।
B. অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ।
C. নিয়ম তান্ত্রিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক।
D. তরবিয়াত ও প্রশিক্ষণ।
E. পর্যবেক্ষণ।
F. শাস্তি।

প্রথম মারহালাঃ টার্গেট ও নির্বাচন

সৈনিক হবার যোগ্য সাথীদেরকে টার্গেট করতে হবে, ও তাদের মধ্য থেকে উত্তমদেরকে নির্বাচন করতে হবে।

(এটি হচ্ছে দাওয়াতুল ফারদিয়্যার প্রথম মারহালা)

দ্বিতীয় মারহালাঃ অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

এই মারহালাতে নিশ্চিত করতে হবে-

• সাথী নিরাপদ।

• দ্বীনের সাথে তার সম্পর্ক গভীর।
• তার বিশ্বাসের মধ্যে কোন ত্রুটি বিদ্যমান নেই।

(এটি হচ্ছে দাওয়াতুল ফারদিয়্যার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মারহালা)

তৃতীয় মারহালাঃ যোগাযোগ ও সম্পর্ক

এই মারহালাতে যা করতে হবে-

• তার সাথে সাংগঠনিক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তানযীমের চিন্তা চেতনার সাথে তাকে পরিচিত করতে হবে।
• তার সাথে ফিকরী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তানযীমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্ম পদ্ধতির সাথে তার ঐকমত গড়তে হবে।
• নিম্নক্ত জিনিসগুল যাচাইয়ের জন্য তাকে নিরক্ষন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে-
• শারীরিক সুস্থতা ও যোগ্যতা।
• মানসিক অবস্থা ওভারসম্মতা/ সাইক্লজি।
• তথ্য গোপনের সক্ষমতা।
• আবেগের দৃঢ়তা ও নিয়ন্ত্রণ।
• সাহায্য পরায়নতা।
• গতিশীলতা।
• আখলাক।
• নির্ভীকতা ও তার সঠিক ব্যবহার।

(এটি হচ্ছে তানযীমে প্রবেশের পরের মারহালা, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মারহালা)

এই মারহালার ওপর একটি কাজ-

এই মারহালাতে মাসউলগণ ভাগ করে ফেলবেন, কোন সাথী কি ধরণের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কাকে কি কাজে লাগান হবে। দ্বীন কায়েমের কাফেলাতে কোন ভাই কি ভূমিকা রাখবেন।

নিরাপত্তার মূলনীতির দিক থেকে সাথীরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে-

A.প্রকাশ্য সদস্য (যারা সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে কাজ করবেন)।
B.গোপন সদস্য (সাধারণ মানুষদের সাথে যাদের
কোন কাজ থাকবে না)।
C.দায়িত্বশীল (প্রকাশ্য কাজেও হতে পারেন আভ্যন্তরীণ কাজেও)।

নিরাপত্তার পর্যায়

এই তিন শ্রেণীর নিরাপত্তা গ্রহণ এক পর্যায়ের হবে না। নিরপত্তার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে তারতম্য বিদ্যমান থাকবে-

প্রকাশ্য সদস্য

• বেশী কথা বলে এমন হওয়া যাবে না। যে ব্যাপারে তার কোন কাজ নেই সে ব্যাপারে বেশী প্রশ্ন করা যাবে না।
• যাদের কে সে চেনে তাদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার তার কাছে রাখা যাবে না, যদি একান্ত কারো রাখতেই হয় তাহলে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখতে হবে।

• যদি সে ইসলামী লেবাসে থাকে তাহলে জরুরী মুহূর্ত ও গ্রেফতারীর সময় খুব কম নড়াচড়া করতে হবে, বিশেষ করে যে সব স্থানে উত্তেজনা চলছে। এই সময়গুলোতে নিজ গৃহে অবস্থান করবে না। তার জন্য অন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
• ফোনে এমন কোন তথ্যর ব্যাপারে কথা বলবে না যা শত্রুর জন্য মূল্যবান।
• স্পর্শকাতর ব্যক্তিদের সাথে তার যোগাযোগ হতে হবে অত্যন্ত নিরাপদ ভাবে। (চিঠি পাঠের পরেই জ্বালিয়ে দিতে হবে)

গোপন সদস্য(অতিরিক্ত নিরাপত্তা)

• আম পরিবেশ রক্ষা করে চলা, যাতে তাকে ভিন্ন ভাবে ইসলামী হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব পর না
হয়। (দাঁড়ী, জুব্বা, মিসওয়াক, কোরআন, ছোট কোন কিতাব)।
• ভাইদের মধ্যে প্রসিদ্ধ শব্দগুলো প্রকাশ না পেয়ে যায় তা খেয়াল রাখা। (জাঝাকাল্লাহ খায়ের, বেশী বেশী সালাম, পানি পান করে আল-হামদুলিল্লাহ)।
• চলাচলের সময় যেখানেই অবস্থান করবে সেখানের একটি ছদ্দ পরিচয় আগে থেকে ঠিক করে রাখা।
• এমন নথি পত্র সাথে থাকা, যার মাধ্যমে তার দেয়া পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়।
• আমার বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার করতে না যাওয়া, যার ফলে দৃষ্টিগুলো তার দিকে নিপতিত হয়, ও তার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। সে তার জিহাদের মাধ্যমে সব মুনকারের শিকড় কাঁটার চেষ্টায় লিপ্ত আছে।

• প্রকাশ্য সদস্যদের সাথে তার যোগাযোগ নিরাপদে হওয়া। খুব জরুরী প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগ না করা।
• সে তার পরিচয় পত্রে যে শহরের পরিচয় দিয়েছে অথবা যে শহরে কাজের জন্য সে অবস্থান করছে শেখানের ভাষা ও কথা বলার ধরন আয়ত্তে থাকা, যাতে না বুঝা যায় সে অন্য এলাকার। অথবা এমন ভাষায় কথা না বলা যার মাদ্ধমে তার মূল শহর বুঝে আসে।
• প্রশিধব ইসলামী স্থানগুলোতে বার বার যাতায়ত
না করা।
• গোপন কালি অথবা কোডের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা।
• ফোনের মধ্যে কথা বললে বিশেষ কোডে কথা বলা।

কয়েদ(দায়িত্বশীল)

কায়েদ বা দায়িত্বশীল প্রকাশ্য কাজ করুক অথবা গোপনে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে, এর কারণ-

• তার নিকটে তথ্যের পরিমাণ থাকে অনেক বেশী।
• তার কোন সমস্যার ফলে, তার পুরো নেতৃত্ব ক্ষতির সম্মুখিন হয়, যা যার ক্ষতিপূরণ অত্যন্ত দুষ্কর।

তাই উপরে সদস্যদের নিরাপত্তার যে আলোচনা হল তা দায়িত্বশীলের ক্ষেত্রে অনেক বেশী দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। তাদের হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি অনেক বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

বিবাহিত ভাইদের সতর্ক থাকা দরকার, যাতে তারা নিজের কোন কাজের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন তথ্য স্ত্রীদেরকে না জানায়।

চতুর্থ মারহালাঃ তরবিয়াত ও প্রশিক্ষণ

যে বিষয়ে তাকে তরবিয়াত ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে-

• ইসলামী শর’য়ী ও সিয়াসী দিক্ষা। যাতে করে দ্বীনী ও চারিত্রিক মূল্যবোধ সাথীদের মাঝে তৈরি হয়।
• সামরিক প্রশিক্ষণ। তবে এ ক্ষেত্রে আগে তাদেরকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তুলতে হবে, এবং নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে সে যে বিভাগে যেতে পারে তা ভাগ করে ফেলতে হবে, ও তাকে সেই তালিকা ভুক্ত করে ফেলতে হবে।

পঞ্চম মারহালাঃ পর্যবেক্ষণ

শত্রুরা যাতে কোন ছিদ্র করতে না পারে সে জন্য সদস্যদের নিরাপত্তা শিক্ষা যে বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে, তা নিশ্চিত হতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর জন্য কিছু পদক্ষেপ জরুরী-

• সাথীদের মানসিক অবস্থা জানা থাকতে হবে, যাতে কোন সাথী অতি আবেগের কারণে অপঠিত কোন বিষয়ে অগ্রসর না হয়।
• সাথীদের আধুনিক নিরপাত্তা শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
• ভাইদের ভুল সমূহ বুঝতে পারতে হবে ও তা ঠিক করে দিতে হবে।
• কোন ভুল প্রকাশ পেলেই তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে-

• ঐ ভাইকে ঠিক করে দিতে হবে, এবং তাকে গোপন সদস্যদের থেকে বের করে প্রকাশ্য সদস্যদের
মধ্যে দিতে হবে।
• তার নিরাপত্তার সমস্যাটা জটিল প্রমাণিত
হলে তার থেকে বেচে থাকতে হবে।

ষষ্ঠ মারহালাঃ শাস্তির ব্যবস্থা

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ত্রুটি করলে এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে-

A. তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করা যাতে সেটা দ্বিতীয় বার প্রকাশ না পায়।
B. যার অপরাধ প্রমাণিত হবে তাকে সরিয়ে দেয়া।

ব্যক্তি কেন্দ্রিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সমূহঃ

A. নিজের ব্যাপারে নিজের কাজের ব্যাপারে ও অন্যদের কাজের ব্যাপারে আলোচনা করবে না।
B. প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য না জানার ব্যাপারে যত্নবান হবে।
C. কোন গোপন তথ্য বহন করে গৃহে যাবে না, যদিও পাঠের জন্য হয়।
D. প্ররচিত ও উত্তেজিত হওয়া পরিত্যাগ করবে।
E. কখনই উচ্চস্বরে কথা বলবে না। সর্বদা স্বর নিচু রাখবে।
F. ফোনে নযরদারির ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।
G. ইস্তেদরায ও ইস্তেদরাযের পথ সমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। (গল্পে গল্পে ক্রমানুসারে তথ্য দেয়া)।

H. যে কোন গোপন নথি নিরাপদ গোপন স্থানে সংরক্ষণ করে রাখবে। সেটা নিয়ে চলাফেরা করবে না।
I. গোপন তথ্য সংরক্ষণের স্থান, পূর্ণ রূপে বন্ধ আছে তা নিশ্চিত করবে।
J. আড়িপাতার যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।
K. কাজের স্থানে প্রবেশ করলে আড়িপাতার যন্ত্র আছে কি না তা খুঁজে দেখে নিশ্চিত হবে।
L. কোথাও বাতিক্রম কিছু সংঘটিত হলে, তা এড়িয়ে চলবে।
M.আম নিষ্প্রয়োজনিওকার্যকারণ থেকে বিরত থাকবে।
N. তুমি যে এলাকায় অবস্থান কর অথবা যেখানে কাজ কর সেখানের সব ধরণের সমস্যাগুলো থেকে বেঁচে থাকবে।

স্থানের নিরাপত্তাঃ নিরাপদগৃহ

নিরাপদ গৃহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন স্থান যা বিশেষ কোন গোপন কাজে ব্যাবহার হবে। এর তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক থাকবে।

নিরাপদ গৃহের উদ্দেশ্য-

A. সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া।
B. গোপন সাক্ষাৎ ও মিটিং করা।
C. সল্প সময় বা দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নেয়া।
D. গোপন অপারেশনের সাজ-সরঞ্জাম জমা করা।
E. অপারেশনে অংশগ্রহণকারী ভাইদেরকে নির্দিষ্ট সময় লুকিয়ে রাখা।

নিরাপদ গৃহ নির্ধারণের শর্ত সমূহঃ

A. প্রহরা বেষ্টিত গুরুত্বপূর্ণ স্থপনাগুল থেকে দূরে হওয়া।
B. অপরাধ সংগঠিত হওয়ার স্থান সমুহ থেকে দূরে হওয়া।
C. খুব বেশী ঘন বসতি পূর্ণ এলাকা থেকে দূরে হওয়া।
যেখানে যে কোন অগান্তুকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।
D. চতুর্দিকে ঘেরা থাকা, যাতে দৃষ্টি না পরে।
E. বের হবার একাধিক দরজা থাকা। গোপন হলে ভাল।
F. যে কাজ করা হবে তার জন্য যোগ্য হওয়া।

ব্যাবহারের সময় যে সব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে-

A. গৃহ ব্যাবহারের ছদ্ম পরিচয়ে কোন গল্প থাকা।
গল্পটি গৃহের উপযোগী হওয়া।
B. বাড়ি ভাড়া বা ক্রয়ের সময় বাড়ির মালিক আসল উদ্দেশ্য না জানা।
C. যারা সেখানে অবস্থান করবে ও যারা যাওয়া আসা করবে তাঁদের সাথে বাড়ির বাহ্যিক রূপ উপযোগী হওয়া।
D. বাসার নিরাপত্তা নিয়মিত যাচাই করা, নিশ্চিত হতে বাসাটি ব্যাবহারের উপযোগী আছে।
E. প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পূর্ণ রূপে থাকা (খাবার-পানিও-চিকিৎসা সামগ্রী,যোগাযোগ মাধ্যম) যাতে কম বের হতে হয়।
F. একই সময় একাধিক কাজে ব্যবহার না করা।
G. বাড়ির একটি মানচিত্র থাকা। যেখানে প্রবেশ ও বের হবার রাস্তা স্পষ্ট থাকবে। আর মানচিত্রটিকে ভাল ভাবে গোপন রাখতে হবে।
H. সন্দেহ হলে নিরাপদ ভাবে বাড়িতে ত্যাগ করতে হবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

A. খুব বেশী দিন গৃহটি ব্যবহার করা যাবে না। একটি সময় পার হলে পালটিয়ে ফেলতে হবে।
B. বাড়ির প্রহরী আশংকাজনক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত তাই তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে হবে ও নিশ্চিত হতে হবে।
C. বাড়ি পাহারা জন্য ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রহরী নিয়োগ দিতে হবে।

চলাচলের নিরাপত্তা

সফরেরনিরাপত্তা

A. ছদ্ম পরিচয়ের অনুকূল পোশাক পরিধান করতে হবে।
B. নিজের বেশভূষা ইসলামিক না হলে, আতর, মিসওয়াক এ ধরণের বস্তু সাথে না রাখা।
C. ছদ্ম পরিচয় অনুযায়ী টাকা পয়সা রাখতে হবে।
D. ছদ্ম পরিচয় ভাল ভাবে আত্মস্থ করতে হবে। নাম কি? কোথা থেকে এসেছেন? কোথায় যাবেন? সে কে? কেন যাবেন? কত দিন থাকবেন?
E. অন ইসলামিক পরিচয় হলে আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার করা যাবে না। এর ফলে মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হতে পারে।
F. ইসলামিক পরিচয় হলে, তাবলীগের বেশ অনেক কার্যকরী। এ জন্য তাবলীগের কার্যক্রম

সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সাথে তাবলীগের কোন একটা কিতাব থাকলে অনেক নিরাপদ থাকা যায়, ফাজায়েলে আমাল, তাবলীগ আমার জীবন ইত্যাদি।
G. মারামারি হট্টগোল পরিহার করে চলতে হবে।
H. পিছনের দিকে না বসা উচিৎ।
I. চেক পোষ্টে চেকের সময় স্বাভাবিক থাকুন, চেক করতে চাইলে কোন ইতস্থতা না করে নিজের থেকে ব্যাগ এগিয়ে দিন।
J. কোন স্থানে অপেক্ষার সময় আসে পাসে পুলিস এলে দূরে সরে যাবেন না, পারলে পুলিশের কাছে যান ও কোন একটা ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন, যেমন অমুক স্থানে কীভাবে যেতে পারি? এতে তারা কোন ভাবেই আপনাকে সন্দেহ করবে না।
K. সরাসরি গন্তব্যতে না নেমে আগে পরে নামতে পারেন। তাহলে পিছন থেকে গোয়েন্দা ঝেড়ে ফেলা সহজ হবে।
L. টিকিট নষ্ট করে ফেলুন।
M.শহরের ভিতর চলাচলের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিবহন সমূহ ব্যাবহার করুন। রিজার্ভ সি এন জি, ট্যাক্সি ব্যবহার পরিত্যাগ করুন।

সহযাত্রী প্রবলেম

অনেক ভাই সফেরে পাশের সিটের যাত্রীর ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করেন, বিশেষ করে ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার প্রশ্ন করা নিয়ে। এই সমস্যা দূর করতে যে পদক্ষেপ আপনি নেবেন-

A. আপনিও উল্টো তাকে প্রশ্ন করুন এর বেশী বেশী প্রশ্ন করুন, দেখবেন সে আপনাকে বাঁচাল ভেবে চুপ করে যাবে।
B. আপনি তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনুপ্রবেশ করতে পারেন তাহলে সে এর আপনার সাথে কোথা বলতে সাচ্ছন্দ বোধ করবে না। যেমন, আপনার বয়স? বিবাহ

করেছেন কি না? শ্বশুর বাড়ি কোথায়? এত দূর কেন? তারা দাওয়াত দেয় কি না?
C. আপনি ইসলামিক পরিচয়ের হলে তাকে দুনিয়াবি কথা না বলে দিনী কথা বলতে পারেন, তাবলীগের দাওত দেয়া শুরু করুন, দেখবেন একবারে চুপ হয়ে যাবে।

অপেক্ষা ও রিসিভ

উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হলে বা রিসিভ করলে যে ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখতে হবেঃ- A. রিসিভের স্থান এমন দেয়া উচিৎ যেখানে কোন অগান্তুকের আগমন ও অপেক্ষা স্বাভাবিক।
B. সময়ের আগে গন্তব্যতে পৌঁছলে রিসিভের স্থানে অপেক্ষা না করে আসে পাশে সময় পার করে নির্দিষ্ট সময় রিসিভের স্থানে আসতে হবে।
C. অপেক্ষা করতে হলে বার বার ঘড়ির দিকে ও পথের দিকে তাকান যাবে না। কোন একটা কাজে সময় পার করতে হবে। যেমনঃ পত্রিকার দকান থাকলে সেখানে পত্রিকা কেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া। চা স্টল বা হোটেলে চা পান করা। কোন হকার লোক সমাগম করলে তাঁদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা।
D. রিসিভের পর গন্তব্যতে না চিনিয়ে নিয়ে গেলে ভাইয়ের কাছে ফোন থাকলে তা অফ করতে বলা। সিম খুলে রাখা, ভাল সেট হলে ব্যাটারি আলাদা করে রাখা।
E. না চিনে গন্তব্যতে নিতে হলে, ভাইকে আলাদা রেখে সি এন জি বা রিক্সা ঠিক করা। এমন বাহন ঠিক করা, যে গন্তব্য ভাল ভাবে চেনে, যাতে পথে আবার জিজ্ঞাসা না করে।
F. মটর সাইকেলে করে না চিনিয়ে গন্তব্যতে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হয়।

G. [illegible]

[illegible]?

A. [illegible],
[illegible]

B. [illegible],[illegible]

C. [illegible]

D. [illegible],
[illegible],
[illegible]

E. [illegible]

F. খুবব্যস্তকোনরাস্তারএমনজায়গাদিয়েপারহতেপারে নযেখানদিয়েকেউসাধারণতপারহয়না।
তারপরদেখুনআরকেউরাস্তাটিপারহচ্ছেকিনা।
G. খোলামাঠেচলেযানএবংলক্ষ্যকরুনআপনাকেকেউঅনুসর ণকরেসেখানেযাচ্ছেকিনা।

অনুসরণকারীকে যেভাবে এড়িয়ে যাবেন
A. কোন থামা বাসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, এমন ভাব দেখান এটাতে আপনি উঠবেন না। কিন্তু ছাড়ার মুহূর্তে দূরত উঠে যাওয়া কিছু দূর যেয়ে নেমে যাওয়া।
B. জনসমাগমের ভিতরে ঢুকে, দূরত গতিতে শটকে পড়া।
C. বাসের মধ্যে যদি কেউ আপনাকে অনুসরণ করে উঠেছে এই সন্দেহ হয়। আপনি আপনার গন্তব্যর দুরের কোন স্থানের ভাড়া দেবেন, পরে হঠাৎ কোন এক স্থান আকস্মিক ভাবে নেমে পড়বেন।

যোগাযোগ নিরাপত্তা

মোবাইল

মোবাইল হচ্ছে একটি আসকারী আইটেম। কুফফাররা এটি আমাদের দিয়েছে নজর বন্দী রাখার জন্য। এই নজরদরি সেট বা গোয়েন্দা সেট এর মাধ্যমে কুফফাররা আমাদের হাজার হাজার ভাইদের বন্দী করেছে।অনেক দ্বীন কায়েমের কাফেলা এই জাসুস সেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাফিলতি বা অসতর্কতা কারনে নিশ্চিহ্নের পথে।

আপনার কাছে একটি সচল মোবাইল আছে এর অর্থ হচ্ছে এমন একটি গোয়েন্দা আপনাকে সব সময় নযরদারিতে রেখেছে, যার খাওয়ার প্রয়োজন হয় না, যে ঘুমাতে যায় না, যে কোন কিছুই ভুলে না।

সে যে কোন সময় বলে দিতে পারবে, আপনি কোথায় গিয়েছেন কোন পথে গিয়েছেন। কত দিন অবস্থান করেছেন। আপনার পাশে কে কে ছিল (যদি তাদের ফোন থাকে)।

আপনার জেনে রাখা দরকার বর্তমান গোয়েন্দা সংস্থার সফলাতার ৯০% থেকে ৯৫% আসে মোবাইল নামক তাঁদের গুপ্তচরের দেয়া তথ্যর মাধ্যমে।

ব্যবহার নীতি-

A. নিজেদের পারস্পরিক যোগাযোগের জন্যজাসুস সেট ব্যবহার সম্পূর্ন নিষিদ্ব করতে হবে।এর বদলে সম্পূর্ন যোগাযোগ নেটের মাধ্যমে করতে হবে।
B. শুধু পরিবার/ঘরোয়া কাজের জন্য জাসুস সেট ব্যবহার করা যাবে ।
C. পারিবারিক জাসুস সেট অন্য ভাইদের বাসায় বা কোন প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে-বাসা থেকেই বন্ধ করে যেতে হবে। কারন একই এলাকায় গিয়ে প্রায়ই বন্ধ হলে সেটা কুফফারদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ন তথ্য হতে পারে।
D. পরিবার মার্ক হলে নিজস্ব মোবাইল দিয়ে পরিবারে যোগাযোগ করা যাবে না অবস্থান থেকে অনেক দূরে যেয়ে পাবলিক ফোন থেকে ফোন করতে হবে।
E. আপনার ফোন যদি একবার নযরদারিতে আসে এর পর যদি আপনি নতুন সেট ও সিম নেন ও পূর্বের স্থান পরিবর্তন করেন তথাপি তারা আপনাকে বের করে ফেলতে পারবে যদি এই নতুন সেট ও সিম দিয়ে এমন কাউকে ফোন দেন যাকে আগের ফোন দিয়ে ফোন দিয়েছিলেন।
ইন্টারনেট

বর্তমান যোগাযোগের আদর্শ মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট, যদি তা ব্যবহার করা হয় সকল মূলনীতি অনুসরণ করে। মনে রাখতে হবে মোবাইল যদি একটি খাল হয় তাহলে নেট একটা সমুদ্র, আপনি মোবাইলে আছেন মানে একটি খালে আছেন। ব্যবহার নীতি-
A. যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কোন ব্রাউজার ব্যাবহার করা যাবে না। টর ব্রাউজার ব্যবহার করতে হবে।
B. টরের জাভা স্ক্রিপ্ট অফ রাখতে হবে, প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য খুলতে হবে। সব সময় টর আপডেট রাখতে হবে।
C. খোলা ম্যাসেজ আদান প্রদান করা যাবে না।
ইনক্রিপট করে ম্যাসেজ দিতে হবে।
D. যোগাযোগের ক্ষেত্রে একই আই ডি দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা যাবে না নিয়মিত বিরতিতে আই ডি পরিবর্তন করতে হবে।
E. নিজ মডেম অন্য কোন ভাইয়ের বাসায় বা মারকাজে চালানো যাবে না।
F. এক মডেম দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা যাবে না।

মালের নিরাপত্তা

মাল সংরক্ষণ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপঃ-

A. কোন অপারেশনের জন্য নির্ধারিত অর্থ একই স্থানে না রাখা।
B. প্রয়জনের অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে চলাফেরা না করা।
C. মাল সংরক্ষণের স্থানের ব্যাপারে অনেকে না জানা।

D. অধিক অর্থ বহনের সময় উপযোগী ছদ্ম বরণ ঠিক করে নেয়ে।
E. সাধারণ বিশ্বাসী মুসলিমের কাছে মাল জমা রখা, প্রয়োজন মাফিক নিয়ে ব্যয় করা।
F. বেশী পরিমাণ অর্থ জরুরী মুহূর্তে আশংকা হলে নিরাপদ স্থানেমাটির নীচে দাফন করে রাখতে হবে,
আর এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে মাল যাতে নষ্ট
হয়ে না যায়।

আসলিহার নিরাপত্তা

নিরাপদে সরঞ্জাম ও আসলিহা ক্রয়, বহন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপঃ-
A. অস্ত্র ক্রয়ের সময় আবশ্যক হচ্ছে নিশ্চিত হওয়া, বিক্রয়কারী কোন গোয়েন্দা সংস্থার চর নয়
এবং আসলিহা ব্যবহার উপযোগী।
B. আসলিহার বড় চালান এক সাথে বহন করবে না। সাথে সাথে বহন কারিকে পূর্ণ নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হবে, বহনের সময় আসলিহা লুকিয়ে রাখতে হবে।
C. অপারেশনের স্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একাধিক স্থানে আসলিহা মজুত কতে হবে, যাতে বার বার বহন করতে না হয়।
D. গোপন করে রাখার স্থানটি ভাল ভাবে তৈরি করা, যাতে তা আসলিহা মজুতের উপযোগী হয়।
E. মজুতের পর আসলিহার হেফাজত করা, গ্রিজ লাগান, যাতে কোন ক্ষতি না হয় ফলে অপারেশনের সময় এর প্রভাব পরে।

প্রশিক্ষণ নিরাপত্তা

প্রশিক্ষণের স্থান, প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকের ব্যাপারে নিরাপত্তা পদক্ষেপ।

স্থানের নিরাপত্তা-

A. জন বসতি থেকে দূরে থাকা, জীবন ধারণের সব কিছু পূর্ণ থাকা।
B. প্রশিক্ষণের সময় পূর্ণ চিকিৎসা সামগ্রী
থাকা।
C. স্থানটি সব প্রশিক্ষণের উপযোগী হওয়া। (শরীর চর্চা, ফায়ার, টেকনিক)
D. প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত ছাড়া অন্য কেউ স্থানটি চিনবেনা।
E. স্থানটির অনেক প্রবেশ ও নির্গমন পথ বিদ্যমান থাকা।
F. স্থানে যাওয়া আসার জন্য উপযোগী সময় এর প্রতি লক্ষ্য রাখা।
G. প্রশিক্ষণ শেষে সাথে সাথেই প্রশিক্ষণের সকল চিহ্ন মুছে ফেলা।
H. প্রশিক্ষণের সময় স্থানটি পাহারার ব্যবস্থা রাখা।
I. প্রশিক্ষণ স্থানের আয়তন ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম অনুপাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী থাকা। (বেশী না থাকা)
J. প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্ক নেই এমন কারো উপস্থিতি না থাকা।
K. স্থাপনা সম্পৃক্ত সকল নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মুতাদাররিব নিরাপত্তা

A. প্রশিক্ষণে যাবার পূর্বে গোপন সদস্যদের জন্য আবশ্যকীয়, নিরাপত্তার মূলনীতি সমূহ পালন করা।
B. প্রশিক্ষণ স্থানে যাবার পূর্বে সেখানের নিরাপত্তার পদক্ষেপ সমূহ সদস্যদের মুখস্ত করা।
C. উত্তম সদস্যদেরকে নির্বাচন করা।
D. সদসসরা একে অপরকে না চেনা।
E. খুব কম সংখ্যক সাথী এক স্থানে প্রশিক্ষণ নেয়া, ৭- ১০ জন।
F. প্রত্যেক সদস্যর নিরাপত্তা গ্রহণ নিশ্চিত হওয়া সত্য, তারা প্রশিক্ষণ স্থানটি চিনবে
না।

মুদাররিব নিরাপত্তা

দায়িত্বশীলদের জন্য যে কঠোর নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হয় তা মুদাররিবগণ গ্রহণ করবেন। সাথে সাথে প্রশিক্ষণের সময় নিম্নক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

A. প্রশিক্ষণ স্থানে প্রশিক্ষকের সংখ্যা কম থাকা, শুধু তারাই থাকা যারা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন।
B. সদস্যদের থেকে প্রশিক্ষকদের পরিচয় গোপন রাখা।
C. একজন প্রশিক্ষক খুব বেশী সংখ্যক সদস্যকে (এক সাথে) প্রশিক্ষণ না দেয়া।

D. [illegible]